

ফুল চাষ করে বছরে আয় ১০ কোটি টাকা

কক্সবাজারের চকরিয়ায় গোলাপ ফুল চাষে নতুন সূর্যের উদয় দেখছেন দুই শতাধিক ফুল চাষি। উপজেলার ফুলের গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পাওয়া বরইতলী ও হারবাং ইউনিয়নের প্রায় ২০০ একর জমিতে এক যুগ ধরে চলছে গোলাপ ও হরেক রকম ফুলের চাষ। প্রথমদিকে কেউ কেউ শখের বসে ফুল চাষ করলেও সময়ের পরিক্রমায় একে অন্যের দেখাদেখি এখন ফুল চাষকে জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে নিয়েছেন স্থানীয় দুই শতাধিক চাষি। এ চাষে বেশ সফলতাও পেয়েছেন তারা। এরই মধ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামে ফুলের গ্রাম হিসেবে এ জনপদের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় চাষি ও বাগান মালিকরা জানিয়েছেন, হিসাব মতে চাষের মাধ্যমে এখানকার দুই শতাধিক চাষি বর্তমানে বছরে ফুল বিক্রি করে প্রায় ১০ কোটি টাকার মতো আয় করছেন। বরইতলী গোলাপ বাগান মালিক সমিতির নেতা আনসারুল করিম, হারুনর রশিদ, মোহাম্মদ রফিক বলেন, দুই শতাধিক বাগানে গোলাপ, গ্যাডিওলাস, রজনীগন্ধাসহ হরেক রকমের ফুলের চাষ হচ্ছে। তার মধ্যে বেশি চাহিদা রয়েছে গোলাপের। তারা আরও বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এখানকার বাগানের ফুল সড়কপথে সরবরাহ করা হচ্ছে চট্টগ্রামের অন্যতম বৃহত্তম ফুলের বাজার চেরাগী পাহাড়ে। এছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজার ও পর্যটন শহর কক্সবাজারে সরবরাহ দেয়া হচ্ছে এখানে উৎপাদিত গোলাপ ও গ্যাডিওলাস ফুল। বরইতলী ফুল বাগান মালিক সমিতির নেতা মঈনুল ইসলাম বলেন, বরইতলী ও হারবাং ইউনিয়নে দুই শতাধিক ফুল চাষি রয়েছেন। দুই দশক ধরে এখানকার চাষিরা রুটি-রুজির একমাত্র অবলম্বন হিসেবে ফুল চাষেই ঝুঁকে পড়েছেন। প্রথমদিকে অল্প জমিতে নানা জাতের ফুলের চাষ হলেও সময়ের পরিক্রমায় এখন ইউনিয়নে প্রায় ২০০ একর জমিতে হচ্ছে ফুলের চাষ। ফুল বিক্রি করে বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকার মতো আয় হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আতিক উল্লাহ বলেন, উপজেলার বরইতলী ও হারবাং ইউনিয়নে প্রায় ২০০ একর জমিতে বর্তমানে গোলাপ ও গ্যাডিওলাস ফুলের চাষ হচ্ছে। গোলাপ চাষের অভাবনীয় সাফল্য দেখতে উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের একাধিক বাগান পরিদর্শন করেছেন কক্সবাজার জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক মোঃ নুরুল আবছার। তিনি বলেন, এখানে পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে পরিবেশ বিধ্বংসী তামাক চাষের বদলে চাষিরা গোলাপ চাষ করে রীতিমতো বাজিমাত করেছেন। এলাকার চাষিরা এখন ফুল বিক্রি করে বেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।